কৃষি সুপারিশ

২-৪ ঠাঁ মে,২০২২ (১৮-২০ই বৈশাখ,১৪২৯)

ভুট্টা- হাইব্রীড ভূট্টার কমপক্ষে ৩ টি সেচের প্রয়োজন, গাছের হাঁটু উচ্চতা, ফুল আসা ও দানা পুষ্টির সময়ে অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

বোরো ধান- ৭০-৭৫% পেকে গেলে কেটে ফসল কেটে নিতে হবে এবং শুকিয়ে ঝাড়াই করে গোলাজাত করতে হবে।

আউস ধান-আউস ধানের বীজ বুনুন ও রোপনের জন্য বীজতলায় বীজ ফেলুন। **বপনের উপযুক্ত জাত**: হীরা, প্রসাদ,আশা,তুলসী, বিকাশ, বন্দনা, কলিঙ্গ-৩। বীজের হার: ৮০-৯০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৬৫-৭০ কেজি প্রতি হেক্টরে।বীজবোনার আগে প্রতি কেজি বীজের সাথে থাইরাম-৭৫% বা কার্বেন্ডাজিম-৫০% গুড়ো ঔষধ ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে শোধন করে নিন।মূল সার হিসাবে হেক্টর প্রতি জৈবসার ৫ টন এবং ১৫ কেজি নাইট্রোজেন ও ৩০ কেজি করে ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করুন।

সূর্যমুখী- ফুলের পেছনদিক হলদে নরম তুলতুলে হয়ে গেলে এবং বীজ কালো ও শক্ত হলে ফসল কেটে নিতে হবে।

চীনাবাদাম- বোনার ৩০-৩৫ দিন পর গাছের পেগিং এর সময় একর প্রতি ৮০-১০০ কেজি জিপসাম সারির মাঝে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে এবং গাছের গোড়া বেঁধে দিতে হবে। শুঁয়ো পোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস্ ,কুইনালফস্ ব ফেনভেলারেট আক্রান্ত ক্ষেতে প্রয়োগ করতে হবে।বাদামের পাতায় এই সময়ে টিক্ক বা মরচে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে । এই রোগের লক্ষণ দেখা গেলে জলে ২.৫ গ্রাম হারে ম্যানকোজেব বা মাটাল্যাক্সিল ৮ শতাংশ + ম্যানকোজেব ৬৪ শতাংশ মিশ্রণ ২.৫ গ্রাম হারে প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।

চৈতি মুগ - বোনার ৩০ দিনের মাথায় ১টা সেচের প্রয়োজন হয়।বোনার ৩০ তেন ও ৪৫ দিনের মাথায় ২ % ডি.এপি দ্রবণ স্প্রে করা প্রয়োজন।বীজ বোনার ৩ সপ্তাহের মাথায় ০.৫ চিলেটেড জিঙ্ক, ৪ সপ্তাহের মাথায় ১.৫ গ্রাম ডাইসোডিয়াম অক্টাবোরেট ও ৫সপ্তাহের মাথায় ০.৫ গ্রাম অ্যামোনিয়াম মলিবডেট প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

তিল -তিল চাষে সাধারণত ২ টি সেচ দিতে হয়, প্রথমটি বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিন পর ও দ্বিতীয়টি এর আরো ২০-২৫ দিন পরে দিতে হবে।এই ফসলের প্রধান রোগ ফাইলোডী ও পাতা মোড়া। এই রোগ শোষক পোকা যথা জাবপোকা বা শ্যামাপোকার মাধ্যমে ছড়ায়। আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। প্রতিকার হিসেবে মিথাইল-ডিমেটন ঘটিত ওষুধ যেমন মেটাসিসটক্স বা ডাইমিথোয়েট ২.০ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

পাট-মূল সার হিসেবে মিঠা পাটে একর প্রতি ৫০ কেজি. সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ১৩.২৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ ব্যবহার করতে পারেন। তিতা পাটে একর প্রতি ৬২.৫ কে.জি. সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও ৮.২৫ কেজি মিউরেট অফ পটাশ ব্যবহার করতে পারেন।

ভাল ফলন পেতে গেলে পাটের পরিচর্যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যন্ত্রের সাহায্যে সারিতে বীজ বুনলে পরিচর্যা খরচ কমে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। আগাছা মারতে হবে এবং অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে। প্রতি কামিটারে ৫৫-৬০ টি চারা রাখা উচিৎ। এছাড়া আগাছা নাশক ওষুধ ব্যবহার করেও আগাছা দমন করা যেতে পারে।

চৈতি কলাই -চাষের উপযুক্ত জাতগুলি হল- বসন্ত বাহার (পি.ডি.ইউ-১), গৌতম(ডব্লু.বি.ইউ-১০৫), কালিন্দী(বি-৭৬)। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বিঘা প্রতি (৩৩ শতক) ৩ -৪ কেজি বীজ ছড়িয়ে বা সারিতে বুনতে হবে। বীজ বোনার আগে, মুঠার মত বীজ শোধন ও রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছের দূরত্ব ১৫ সেমি রাখতে হবে। একর প্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফরাস ও ১৬ কেজি পটাশ প্রয়োগ করে বীজ বুনতে হবে। কলাই চাষে কোন চাপান সার লাগে না।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর

পক্ষে

যুগ্ম-কৃষি অধিকর্তা (জন সংযোগ, সম্প্রচার ও তথ্য),

পশ্চিমবঙ্গ